রণজিৎ গুহ'র জীবনকাল ও নিম্নবর্গ অধ্যয়ন প্রয়াস ঃ ইতিহাস অনুসন্ধানের একটি ভিন্ন মডেল

মোঃ মশিউর রহমান*

সার-সংক্ষেপ

সামাজিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে সাবলটার্ন-স্টাডিজ বা নিম্নবর্গ অধ্যয়ন সাম্প্রতিক সময় কালে একটি গুরুত্ববহ আলোচ্য বিষয়। সামাজিক ইতিহাস বিকাশের যে চলমান প্রবাহ তাতে নিম্নবর্গ অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে ইতিহাস উদঘাটনের একটি নতুন আঙ্গিক উন্মোচিত হয়। কেননা সমাজকে বিশ্লেষণ ও অতীতকে জানার রাজনৈতিক ঘটনাবলীর আধিপত্যবাদ থেকে মুক্ত হয়ে সমাজ-শক্তি তথা সাধারণদের জীবন-জীবিকা, তাদের ভাব-চেতনা, নিম্নভোগী মানুষের অধিকার, কর্তব্য, সামাজিক অবস্থান, শ্রেণী-অবস্থিতি ও শক্তি এসব বিষয়াবলীকে ইতিহাস আলোচনায় ঠাই করে দেবার আবশ্যকতা সাম্প্রতিক সামাজিক ইতিহাসের একটি বড়রূপের অঙ্গীকার। আর এই উপলব্ধি ও ইতিহাস আলোচ্যের নবধারা সংযোজনে রনজিৎ গুহ'র অবদান অনবদ্য। গ্রামশির জেলখানার নোটবুক থেকে উৎসরিত 'নিম্নবর্গ' ভাবনার মডেলকে রনজিৎ গুহ'র অনেকাংশেই ধারণ করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি এই মতবাদী ভাবনার নিজস্ব একাডেমিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছেন। ভারতীয় জ্ঞানজগতের গন্ডীকে ছাড়িয়ে তিনি তার চিন্তাকে অন্যত্র ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে এই বিস্তারের ধরণটি আলোচিত হয়েছে।

Abstract

Subaltern study is very noteworthy area which has opened a new window in the arena of social history. It is a big promise and challenge for social history to analyze society and its past properly. Rather than concentrating only on political hegemony and political history, social history is committed to exploring the ideological bases, social forces, everyday life and livelihood, rights, duties, social statuses and class positions of subaltern people. To add this new approach to historical studies, Ranjit Guha played a key role. To do so, Guha was inspired by the term "Subaltern" which has been noted in Gramaci's Prison notebook. Later, he established a separate school of thought. He has been capable of spreading this school of thought outside the Indian Subcontinent. That process has been illustrated in this article.

সামাজিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে সাবলটার্ন -স্টাডিজ বা নিম্নবর্গ অধ্যয়ন সাম্প্রতিক সময় কালে একটি গুরুত্ববহ আলোচ্য বিষয়। সামাজিক ইতিহাস বিকাশের যে চলমান প্রবাহ তাতে নিম্নবর্গ অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে ইতিহাস উদ্‌ঘাটনের একটি নতুন আঙ্গিক উন্মোচিত হয়। কেননা সমাজকে বিশ্লেষণ ও অতীতকে জানার রাজনৈতিক ঘটনাবলীর আধিপত্যবাদ থেকে মুক্ত হয়ে সমাজ-শক্তি তথা সাধারনদের জীবন-জীবিকা, তাদের ভাব-চেতনা, নিম্নভোগী মানুষের অধিকার, কর্তব্য, সামাজিক অবস্থান, শ্রেণী-অবস্থিতি ও শক্তি-এসব বিষয়াবলীকে ইতিহাস আলোচনায় ঠাই করে দেবার আবশ্যকতা সাম্প্রতিক সামাজিক ইতিহাসের একটি বড়রূপের অঙ্গীকার। আর এই উপলব্ধি ও ইতিহাস-আলোচ্যের নবধারা সংযোজনে রনজিৎ গুহ'র অবদান অনবদ্য। গ্রামশির জেলখানার নোটবুক থেকে উৎসারিত 'নিম্নবর্গ' ভাবনার মডেলকে রনজিৎ গুহ অনেকাংশেই ধারণ করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি এই মতবাদী ভাবনার নিজস্ব একাডেমিক পরিমন্ডল গড়ে তুলেছেন। ভারতীয় জ্ঞানজগতের গন্ডীকে ছাড়িয়ে

* সহযোগী অধ্যাপক, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তিনি তার চিন্তাকে অন্যত্র ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে এই বিস্তারের ধরণটি আলোচিত হয়েছে।

নিম্নবর্গের অধ্যয়ন (subaltern studies) প্রত্যয়টির সঙ্গে রনজিৎ গুহ'র নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। তিনি সারা পৃথিবী জুড়ে 'নিম্নবর্গ অধ্যয়ন' প্রত্যয়টিকে নতুন করে পরিচিত করে তুলেছেন। একই সঙ্গে ইতিহাসের একটি স্বাতন্ত্রিক অঞ্চল উদঘাটন করেছেন যা ইতিহাস গবেষণার একটি ভিন্ন কৌশল বা পদ্ধতিতে (method) রূপ নিয়েছে। গুহ তাঁর শিক্ষাকালীন জীবনের একটি বড় অংশ জুড়ে নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনার কাজে আত্মনিয়োগের মধ্য দিয়ে অতিবাহন করেছেন। ইতিহাস লেখনের এই প্রবল মানুষটি তৎকালীন পূর্ব বাংলার বাখেরগঞ্জ (বর্তমানে বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের আওতাধীন) জেলার সিদ্ধকাঠী গ্রামে ১৯২২ সালের ২৩ মে (১৩২৯ সালের ১০ জৈষ্ঠ্য) জন্মগ্রহণ করেন।[১] পারিবারিক গোষ্ঠী পরিচয়ে তাদেরকে Guhabakshis বলা হতো। রনজিৎ গুহ'র পিতা তাঁদের এই পারিবারিক নাম থেকে 'Bakshish' অভিধানটির ব্যবহার বন্ধ করেন।[১] পারিবারিকভাবে রনজিৎ গুহ মোটামুটি স্বচ্ছল একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নিজেদের পারিবারিক সম্পদ ও জমির মালিকানার দিক দিয়ে তৎকালীন সময়ে এক ধরনের তালুকদারী তাঁদের পরিবারের ছিল। গুহ পরিবারের প্রায় ১৫০ বিঘার মতো জমির মালিকানা ছিল।

গুহ পরিবারের একদিকে যেমন আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল, অন্যদিকে একই সঙ্গে তাদের ভেতর শিক্ষার আলোও পৌঁছেছিল পারিবারিক ঐতিহ্য ধারাবাহিকতায়। রনজিৎ গুহ'র দাদা ছিলেন একজন রাজস্ব কর্মকর্তা (revenue official)। তাঁর পিতা রাধিকা রঞ্জন গুহ ছিলেন একজন আইনজীবি, যিনি পরবর্তীতে ঢাকা উচ্চ আদালতের বিচারকের দায়ীত্বে আসীন ছিলেন। তার বড় ভাই দেব প্রসাদ গুহ পালি বিদ্যায় পারদর্শী একজন পন্ডিত হিসেবে খ্যাত। তিনি র‍্যাংগুন এবং বানারাসে বহুদিন শিক্ষাদান কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত তাঁর গ্রামের স্কুলে পড়াশুনা করেছেন। তাঁর দাদা নিজে রনজিৎ গুহ'র পড়াশুনার বিষয়ে ভীষণভাবে আগ্রহী ছিলেন এবং তিনি নিজেই তাঁর পড়ালেখার খোজ-খবর নিতেন। বাংলা, সংস্কৃত এবং ইংরেজী বিষয় সমূহে তাঁর দাদা নিজেও পারদর্শী ছিলেন। ষষ্ট শ্রেণীর পর সিদ্ধকাঠীর গ্রামের স্কুল ছেড়ে রনজিৎ গুহ কলকাতায় যান। ১৯৩৮ সালে তিনি Mitra Institution থেকে বৃত্তিসহ মেট্রিক পাশ করেন। এরপর রনজিৎ গুহ প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন এবং পুনরায় বৃত্তিসহ ইন্টারমেডিয়েট পাশ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াকালীন সময়েই তিনি মার্কস অনুসারী হয়ে উঠেন এবং ইন্ডিয়ান কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। দলীয় কাজ করতে গিয়ে তাঁর পড়াশুনার বিঘ্ন ঘটে এবং তিনি একবছরের জন্য পিছিয়ে যান। অনার্স ডিগ্রী ছাড়াই পরবর্তীতে গুহ বি. এ পাশ করেন। ১৯৪৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রনজিৎ গুহ ইতিহাসে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন এবং প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। প্রেসিডেন্সী কলেজে গুহ প্রথিতযশা ইতিহাসবিদ সুশোভন সরকারের কাছে ইতিহাসের শিক্ষা পাঠের সুযোগ পান। সুশোভন সরকার প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাস অধ্যয়নের বহু তরুন গবেষক ও ছাত্রকে উদ্দীপ্ত করে রেখেছিলেন। এম.এ. তে অধ্যয়নকালে রনজিৎ গুহ অধ্যাপক এন. কে. সিনহার অধীনে "হিস্ট্রি অব বেঙ্গল" বিষয়ে বিশেষ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এন. কে. সিনহা নিজেও ঐ সময়ে "ইকোনমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল" বিষয়ে কাজ করছিলেন। ক্লাশের লেকচার শেষে গুহ অধ্যাপক এন. কে, সিনহার সঙ্গে স্টেট আর্কাইভসে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছেন।

রনজিৎ গুহ'র জীবন রাজনৈতিক সক্রিয়তা এবং একাডেমিক দীক্ষা ও পান্ডিত্য সমৃদ্ধ এক ব্যতিক্রমী ক্রমবিকাশ। কমিউনিস্ট আন্দোলনে তাঁর সক্রিয়তা যেমন উল্লেখ্যযোগ্য, একই সঙ্গে জ্ঞানগত আলোচনা ও পান্ডিত্যে তার সবল উপস্থিতি রীতিমতো বিস্মিত হবার মতোই একটি বিষয়। ১৯৪২ সাল থেকে শুরু ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত গুহ কমিউনিস্ট আন্দোলনে নিজেকে সক্রিয় ও ব্যাপৃত রেখেছেন ভীষণভাবে। চল্লিশ দশকের পথমভাগে গুহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি Student Cultural Society সংগঠিত করেন। এম এ অধ্যয়ন শেষে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক পত্রিকা স্বাধীনতায় (Swadhinata) যোগদান করেন এবং প্রচুর পরিমানে লেখালেখি করেন। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে গুহ প্যারিসে আসেন। প্যারিস থেকে শুরু করে পূর্ব ইউরোপ, মধ্য প্রাচ্য

এবং উত্তর আফ্রিকার বহু অঞ্চল তিনি ঘুরে বেড়ান। পোল্যান্ডে তিনি প্রায় দুই বছর অতিবাহিত করেন এবং এখানেই তিনি Marthas নামে তার প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। চীন বিপ্লবের পর গুহ সাইবেরিয়া থেকে শুরু করে পিকিং পর্যন্ত ঘুরে বেড়ান। ১৯৫৩ সালে রণজিৎ গুহ কলকাতায় ফিরে আসেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে দীর্ঘ ছয় বৎসর নিজেকে নিয়োজিত রেখে ১৯৫৩ সালে গুহ পুনরায় একাডেমিক অঙ্গনে ফিরে আসেন। তিনি দীর্ঘ সময়কাল ধরে কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অনেক গুলো কলেজে শিক্ষাদান কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। বিদ্যাসাগর কলেজ, সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ (বর্তমানের মৌলানা আজাদ কলেজ), চন্দ্রিগড় সরকারী কলেজ-এসব প্রতিষ্ঠানে গুহ শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। এ সময় তিনি শিক্ষকতা, পড়াশুনা, রাজনীতি এবং আর্কাইভসের কাজ- এক সঙ্গে এ সকল কিছুই সফলভাবে করবার চেষ্টা করেছেন। ১৯৫৬ সালে রনজিৎ গুহ কমিউনিস্ট পার্টি থেকে নিজেকে সরিয়ে আনেন। হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের হামলার ঘটনার সময়ে রনজিৎ গুহ দল ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন।[২] ১৯৫৮ সালে জাদেবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নবগঠিত ইতিহাস বিভাগে যোগদান করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রকালীন অবস্থায় তাঁর প্রিয় শিক্ষক সুশোভন সরকার এ সময়ে জাদেবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। ১৯৫৯ সালে গুহ ইংল্যান্ডে চলে যান। পরবর্তী দীর্ঘ ২১ বছর তিনি ইংল্যান্ডে কাটান। প্রথমে তিনি ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরবর্তীতে সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন। সাসেক্স তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী Mechthild এর সঙ্গে পরিচয় ঘটে এবং বিবাহে আবদ্ধ হন।

১৯৭৯-৮০ সময়কালে "কলোনিয়ান ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি" বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে রনজিৎ গুহ এবং একদল তরুন ইতিহাসবিদরা ইংল্যান্ডে বহুবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা ও বিশ্লেষণে বসেছেন। মুখ্যতঃ সেটিই ছিল তাদের নিম্নবর্গ অধ্যয়নের প্রথম সোপান । শাহীদ আমিন এবং গৌতম ভদ্র তাঁদের এক নিবন্ধে এ বিষয়টির অবতারনা করতে গিয়ে বলেনঃ-"During 1979-80 Ranjit Guha and a group of younger historians based in England had a series of intensive meetings and discussions of colonial Indian history. This was the beginning of the idea of subaltern studies, a concept mooted by Ranjit, The first volume of this series, edited by Ranjit Guha, appeared in1982. The team as he preferred to call the editorial collective of subaltern studies, was subsequently enlarged."

রনজিৎ গুহ এবং তার সহযোগী সহকর্মীদের সম্মিলিত প্রয়াসে গড়ে তোলা 'নিম্নবর্গের অধ্যয়ন' বর্তমান সময়কালে ভীষণভাবে আলোচিত ও আলোড়িত একটি বিষয়। সমাজবিজ্ঞান তথা সামাজিক ইতিহাসের বর্তমান গতিপ্রবাহে এটি একটি অন্যতম প্রতিপাদ্য। সমাজের তল থেকে ইতিহাস বিশ্লেষণের প্রয়াসই-নিম্নবর্গ অধ্যয়নের প্রধান দিক। সমাজ বিশ্লেষণে ইতিহাসের যে আশ্রয় নেয়া হয়, সেক্ষেত্রে সমাজের ভেতর থেকে দেখার একটি দৃষ্টিভঙ্গি থাকা জরুরী। নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা সে পিপাসা মেটাতে সক্ষম। ইতিহাসকে বিকশিত করা ইতিহাসবেত্তাদের প্রধান লক্ষ্য। নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চায় পদক্ষেপ গ্রহণকারী যে মতবাদী দল, তারা সে কাজটিই সুচারুভাবে করেছে।

ইতিহাসতত্ত্বের বিকাশধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নিম্নবর্গের ইতিহাস অধ্যয়নের দৃষ্টিভঙ্গি খুব নতুন কোন বিষয় নয়, বরং সাম্প্রতিক সময়কালের আগেও ইতিহাসবেত্তাদের কেউ কেউ এ নিয়ে ভেবেছেন। তবে ভারতীয় উপমহাদেশে নিম্নবর্গ অধ্যয়নের একটি নিজস্ব স্বরূপ ও গতিধারা আছে। গ্রেট বৃটেনের ইতিহাসবেত্তারা ভারতীয় নিম্নবর্গ অধ্যয়ন প্রচেষ্টার আগেই এরূপ চর্চা শুরু করেছিলেন। ভারতে ১৯৭০ এর দশকে 'তল থেকে ইতিহাস চর্চার' ধারাটি শুরু হয়। ই. পি. থমসন (E. P. Thompson) ১৯৭৬-৭৭ সময়কালে ভারতীয় উপমহাদেশে সফর করেন। এ উপমহাদেশে সফরকালে এ অঞ্চলের ইতিহাসবেত্তাদের কারো কারো মধ্যে তাঁর প্রভাব প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হয়। থমসন যে ভঙ্গিমায় বৃটেনের ইতিহাস চর্চা করেছেন, ঐ মডেলকে অনুসরণ করে ভারতীয় র‍্যাডিক্যাল ইতিহাসবেত্তারা একটি নতুন সমকক্ষতা অর্জন ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়। নানামাত্রিক কারণে এমনটি ঘটেছে।

প্রথমত : ঊনিশ'শ ষাটের দশকের শেষদিকে বিশ্বের অন্যান্য কিছু অঞ্চলেও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের বিপরীতে দাড়িয়ে মৌলিকত্বের দিকে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার এক ধরনের ধাবমানতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ভারতের নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এবং জ্ঞানগত আলোচনার ক্ষেত্রে এর স্পর্শ ভালভাবেই প্রকোপিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: সমাজের ভেতর থেকে ইতিহাসকে জানতে হবে- এই প্রবল আগ্রহবোধ তৈরী হয়েছিল প্রচলিত ধারার ভেতরে যে আস্থা ও নিষ্ঠা জন্মে গিয়েছিল, তার বাইরে দাড়িয়ে একটি প্রবল ধাক্কা দেবার তাগিদ থেকেও।

তৃতীয়ত: ইতিহাসগত সকল পাঠসমূহ বিশেষত: ঔপনিবেশিক সময়কালের ইতিহাস চর্চার সকল কিছুই জাতীয়তাবাদ (Nationalism) এবং বামধারার আংশিক আলোচনার এক সংমিশ্রণে ঘুরপাক খাচ্ছিল। জাতীয়বাদী ভাবধারার তোষক জ্ঞানতাত্ত্বিকরা ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে গড়ে তোলা আন্দোলন সংগ্রামকে গান্ধীর নেতৃত্বে একক ঐক্যের আন্দোলন হিসেবে প্রতিবাদ করতে চেয়েছেন। এছাড়াও 'সমাজের তল থেকে ইতিহাস' এই মনোভঙ্গিটি পাশ্চাত্যের ভাবধারা থেকে উৎসরিত উত্তর-আধুনিকতা এবং উত্তর-কাঠামোবাদ (Post-structuralism)- এই প্রত্যয়যুগলের সঙ্গেও এক ধরনের বিরোধ অনুভব করে। অর্থাৎ নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার যে অনুভূতি তৈরী হচ্ছিল তার সঙ্গে উত্তর-আধুনিকতাবাদের যৌক্তিক বিরোধ ঘটে যায়। এই দ্বন্দ্ব থেকে নির্দিষ্ট করে এবং সুস্থির লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভারতে নিম্নবর্গ অধ্যয়নের তাগিদ এবং একটি মতবাদ-সমর্থক তাত্ত্বিক দল গড়ে উঠে।

Neil Rogall এ প্রেক্ষিতে যর্থাথই বলেছেন- "The impact of 'History from Below' collided in the Indian academy with another import from the west-post-structuralism and post modernism. This collision produced a new and specifically Indian syanthesis the subaltern studies group."[৪]

গুহ নিম্নবর্গ অধ্যয়নের বিষয়ে ইংল্যান্ডে থাকাকালীন অবস্থায় ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে এর কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে এগুতে থাকেন।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে, ১৯৮২ সালে রনজিৎ গুহের সম্পাদনায় নিম্নবর্গের ওপর ভিত্তি করে প্রথম প্রকাশনা বের করা হয়। ভারতে নিম্নবর্গ অধ্যয়নের প্রাতিষ্ঠানিক দিকটির সূচনা এভাবেই ঘটে। রনজিৎ গুহ সাবলটার্ণ শব্দটি ইংরেজী অভিধান থেকে গ্রহণ করেছে তেমনটি নয়, বরং এই ভাবধারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে গ্রামশির জেলখানার নোটবুক থেকে। গ্রামশি- যিনি কিনা আদর্শবাদিতার একজন প্রবল পুরুষ, জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় ভূমিকা রেখেছেন অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠ হয়ে, তিনি মার্কসকে অনুসরণ করে সাবলটার্ন শব্দটি ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত সর্তকতা এবং একই সঙ্গে কোমলতা নিয়ে। গ্রামশি যেভাবে সাবলটার্ন শব্দটি ব্যবহার করে এর মধ্য দিয়ে ঐ জনগোষ্ঠীর লোকদের চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, তা তার ভেতরকার মানবীয় এবং সমাজ সম্পর্কে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা থেকেই করেছেন। তিনি মুসোলিনীর কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তা দিয়ে তাকে তাঁর চিন্তাশক্তি থেকে নিবৃত্ত করা যায়নি, বরং তিনি জেলখানায় বসে তার বিক্ষিপ্ত ভাবনাকে সংগঠিত করেছেন। নিজে লিখে কারা প্রহরীদের সহযোগিতায়-ই তা আবার বাইরে পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। গ্রামশি তাঁর ইটালিয়ান মাতৃভাষায় সেসব লিখে বাইরে পাঠিয়েছেন, পরবর্তীতে তার ইংরেজী অনুবাদ করা হয়েছে। এরূপ একটি অনুবাদে সাবলটার্ন শব্দের ব্যবহার তিনি অত্যন্ত সর্তকতার সাথে করেছেন। গ্রামশির কারাগারের দিনগুলি আতঙ্কের ছিল বলেই তিনি অত্যন্ত কৌশলে ভাষার ব্যবহার করেছেন। তিনি একজন মার্কসবাদী হয়েও মার্কসের সকল প্রত্যয়কে তাঁর মতো করে ব্যবহার না করে ভিন্নভাবে এর প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সাবলটার্ন প্রত্যয়টি গ্রামশির সেরূপ একটি সচেতন শব্দের ব্যবহার। মার্কস প্রলেপতারিয়েত বলতে যাদেরকে ইঙ্গিত করেছেন, গ্রামশি তার সাবলটার্ন প্রত্যয়ে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই সঙ্গে তিনি হেজিমনি (Hegemony) বা আধিপত্য শব্দটিও ব্যবহার করেন। আধিপত্য প্রয়োগের ক্ষমতা উচ্চবর্গের। উচ্চবর্গ অন্যের ওপর তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে সুবিধা

ভোগ করে। অধঃস্তন দল শোষিত হয়,বঞ্চিত হয়। এই বঞ্চিত জনগোষ্ঠী সাবলটার্ন বা নিম্নবর্গ। নিম্নবর্গের শ্রেণী চেতনা এবং তার স্ফুরন ঘটতেও পারে, আবার নাও পারে। নিম্নবর্গ যেন অনেকটা সংখ্যায় বিপুল অথচ নিথর, অংকে বড় অথচ অধিকারে বঞ্চিত- এরূপ জনগোষ্ঠী। গ্রামশি হেজিমনি বা আধিপত্যের ক্ষেত্রে ক্ষমতাকে দেখেছেন শ্রেণীর মধ্যে, ফুঁকো সেভাবে দেখেননি। ফুঁকো ক্ষমতাকে দেখেছেন সর্বত্র, নানাভাবে ছড়িয়ে- ছিটিয়ে থাকা। সে কারণে ফুঁকো শ্রেণীশক্তির বিষয়ে কথা বলেননি বা বিপ্লবের কথা বলেননি, কিন্তু গ্রামশি শ্রেণীর কথা ভেবেছেন। শ্রেণীবলয়ে আধিপত্যের কেন্দ্র-প্রান্ত ঘটবে। সে কারণে নিম্নবর্গকে গ্রামশি শ্রেণীরূপে দেখতে চেয়েছেন, তাদের মধ্যে শক্তিমত্তাকে তিনি অসংগঠিত বলেছেন, তাই বলে তা অগ্রহনীয় নয়, বরং নিম্নবর্গের শ্রেণী পরিচয় আছে, তবে তারা দুর্বল থেকে যায়, দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং ইতিহাস- ও তাদের অপাংক্তেয় করে রাখে। রনজিৎ গুহ এই জায়গাটিতে একটি প্রবল ধাক্কা দিতে পেরেছেন। গ্রামশি তাঁর "The Modern prince এবং 'The Prison Notebookes' – এর বর্ণনাতেই বলেছেন-"The subaltern classes as those subordinated by hegemony excluded from any meaningful role in a regime of power"[৫] নিম্নবর্গ অধস্তন। তাদেরকে আধিপত্য মানতে হয় এবং ক্ষমতা বলয়ে নিজেদের ভূমিকা পালনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। প্রকরণস্বরূপঃ কৃষানীদের জীবন ও অধিকার প্রসঙ্গটি তোলা হয়। কৃষকদের ঘরে গৃহিনী হিসেবে ক্ষমতাবলয়ে তার অবস্থান প্রান্তিকও থাকে না। নিম্নবর্গ সংগঠিত হয় না, হওয়া দুসাধ্যও হয় বটে। সে কারণেই গ্রামশির অভিমত "The Subaltern classes, by definition, are not unified and connot unite until they are able to become a 'state'"[৬] রনজিৎ গুহ এবং তাঁর সহকর্মীরা নিম্নবর্গ কারা তা চিহ্নিত করতে গ্রামশির ধারণাগুলোকে সামনে রেখেছেন। সহজ কথায় সমাজে নিষ্পেষিত জনগোষ্ঠীই নিম্নবর্গ। সে বিবেচনায় প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারা, কৃষক, নারী আবার উপজাতীয় জনগোষ্ঠী এরা সকলেই কোন না কোন প্রকরণে নিম্নবর্গ।

উনিশ'শ সত্তরের দশকের শেষভাগে ইংল্যান্ডে সাবলটার্ন বিষয়ে অধ্যয়নের শুভ আলোকিত যাত্রা শুরু হয়। এ সময়ে 'নিম্নবর্গ' বিষয়ে ইংল্যান্ডের ইতিহাসবিদদের একটি ছোট্ট অংশের সাথে রনজিৎ গুহ ভারতীয় উপমহাদেশের একদল তরুন ইতিহাসবেত্তাদের আলোচনা হয়। ভারতে একটি নতুন জার্নাল বা গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে তারা চিন্তাভাবনা করেন। নিউ দিল্লীর অক্সফোর্ড ইউনির্ভাসিটি প্রেস 'Subaltern Studies: Writings on South Asian history and society' শিরোনামে তিন খন্ডের একটি গ্রন্থ প্রকাশে সম্মত হয়। এটি ১৯৮২ সালে আরম্ভ হয়ে পরবর্তীতে আরো তিনটি বেশী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পাঁচ বছরের মধ্যে রনজিৎ গুহ'র সম্পাদনায় উল্লেখিত ছয় খন্ডে নিম্নবর্গ বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থের প্রকাশনা সর্বব্যাপী কৌতূহল বাড়াতে সক্ষম হয়। ১৯৮৯ সালে রনজিৎ গুহ 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' এর গবেষণা প্রকাশনা সম্পাদনার দায়িত্ব থেকে অবসর নেন। তাঁর পাঁচ বছর গবেষণা ও সম্পাদনা সময়কালে আরো ৮ জন সহযোগী তাঁকে গবেষণা কাজে সহায়তা করেন। রনজিৎ গুহ এবং তার সহযোগী দল নিম্নবর্গ অধ্যয়নের বেলায় অত্যন্ত সচেতনভাবেই বেশ সাড়া যুগিয়েছেন। তাদের প্রকাশিত ছয় খন্ডের গবেষণা-কর্ম, অন্যান্য জ্ঞানতাত্ত্বিকদের অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছে। গুহ নিজে যে দলটিকে প্রান্তিক পর্যায়ের একদল একাডেমিকস হিসেবে বিবেচনা করে অন্যদের ধারণা প্রদানের চেষ্টা করেছেন, তারা ১৯৯৩ সালের মধ্যে তাদের কাজ দ্বারা এতটাই আলোচিত হয়েছিলেন যে, ল্যাটিন আমেরিকায় নিম্নবর্গ অধ্যয়নে আগ্রহী পন্ডিতরা তার প্রশংসা করে অনুসরণে উদ্যোগ নিয়েছেন।[৭] বর্তমানে নিম্নবর্গ বিষয়ে আরো বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। নিম্নবর্গ বিষয়ে যারা পড়াশুনা ও গবেষণা কাজ করছেন তাদেরকে Subalternists বা সহজ ভাষায় Subalterns বলা হয়ে থাকে। এই Subalternist-রা নিম্নবর্গের অধ্যয়ন বা Subaltern Studies বলতে ১৯৮২ থেকে ৯৩ সাল পর্যন্ত যে ধারণা প্রদান করেছিলেন বর্তমান সময়ে তার পরিধি ও পরিমাপে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। ৮২ থেকে ৮৫ এবং পরবর্তীকালে ৮৯ ও ৯৩ সালে এ সম্পর্কিত গবেষণা গ্রন্থসমূহে প্রকাশিত হয়েছে। শুরুতে নিম্নবর্গ অধ্যয়ন বলতে যা বোঝানো হয়েছে আজকের প্রেক্ষিতে ও কৌশল তা থেকে পরিশীলিত, বিস্তৃত এবং নিপুনও বটে।

প্রকৃতপক্ষে গত প্রায় চার দশক জুড়ে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে গবেষক ও পন্ডিত ব্যক্তিরা সমাজ, ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে 'নীচ থেকে আরম্ভ করা' (from below) মনোভঙ্গি নিয়ে অসংখ্য গবেষণা কাজ করে এসছেন। 'তল থেকে' দেখবার এই মনোভঙ্গির আলোকে বহু ধরনের প্রত্যয়, পদ্ধতি এমনকি তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। সে বিবেচনায় বহু দিক থেকে নিম্নবর্গের মানুষদের অধ্যয়নের নানা স্বরূপের বিকাশ ঘটছিল। এই ধারাবাহিকতার কারণে *'The New Shorter Oxford English Dictionary'* এর ১৯৯৩ সালের সংস্করনে 'history'প্রত্যয়টিকে ব্যখ্যা করতে প্রথমবারের মতো 'Subaltern'এর প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণের বিষয়টি নজরে নিয়ে আসে। সাবলটার্ন (Subaltern) শব্দটি আকস্মাৎ উদ্ভাবিত কোন প্রত্যয় নয়, বরং এর একটি নির্দিষ্ট এবং দীর্ঘ অতীত আছে। David Ludden যর্থাথই বলেছেন যে- "The word has a long past. In late medieval English, it applied to vassals and peasants. By 1700, it denoted lower ranks in the military, suggesting peasant origins. By 1800, authors writing `from a subaltern pespective' published novels and histories about military campaigns in India and America; and G.R Glieg (1796-1888), who wrote biographies of Robert clive, Warren Hastings, and Thomas Munro, masterd this genre. The great war provoked popular accounts of subaltern life in published memoirs and diaries; and soon after the Russian Revolution, Antonio Gramsci (1891-1937) began to weave ideas about subaltern identityinto theories of class struggle."[৮]

সাবলটার্ন শব্দটির সরাসরি ব্যবহার গ্রামশির অবদান বটে, তবে তিনি ইংরেজী পাঠকদের কাছে খুব পরিচিত এবং খ্যাত ছিলেন, তা নয়, বরং ১৯৭৭ সালে Raymond Williams- ই গ্রামশির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাসমূহকে সম্মুখে নিয়ে আসেন। ১৯৫৭ সালে *'The Modern Prince'* এবং ১৯৬৬ সালে *'Prison Notebooks'* অনুবাদ করা হয়। এসব অনুবাদ গ্রন্থে সাবলটার্ন প্রত্যয়টির পরিচয় স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। ১৯৮২ সালে গ্রামশির প্রদত্ত উক্ত প্রত্যয়টির সর্বত্র পরিচয় ঘটে।

গ্রামশির কাছে নিম্নবর্গের ইতিহাস রচয়িতরা ভীষণভাবে ঋণী। ইহিতহাস আলোচনার একটি জটিল সন্ধিক্ষনে নিম্নবর্গের ইতিহাস রচয়িতরা গ্রামশির ধারনা, প্রত্যয় ও তত্ত্বসমূহের ওপর নির্ভর করে সামনের দিকে এগোতে থাকে। ১৯৭০ এর দশকের শেষভাগে রাষ্ট্র কেন্দ্রিক ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের দ্রুত অবনয়ন পরিলক্ষিত হয় এবং এ সময়কালেই 'তল থেকে' নেয়া উপাত্তের মনোবৃত্তির ভিত্তিতে সামাজিক ইতিহাসের প্রভূত বিকাশ ও স্ফুরন লক্ষ্য করা যায়। ১৯৬৩ সালে E. P. Thompson রচিত 'The Making of the English working class' গ্রন্থটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে একটি নতুন সাড়া অনুভূত হয়। কেননা 'তল থেকে নেয়া' উপাত্তের'(Bottom up) ভিত্তিতে ইতিহাস রচনার যে ধারাটি বিকাশের আগ্রহে ছিল, এ গ্রন্থটি রচনার মধ্য দিয়ে তার এক ধরনের সফলতা অর্জিত হয়। সমাজের সাধারণদের ইতিহাস রচনার এরূপ প্রবৃত্তি এর আগে এক রকম নিগৃহীত ছিল। ১৯৮২ সালে Eric Wolf (এরিক উলফ) যে ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন তাকে 'তল থেকে নেয়া' উপাত্তের ভিত্তিতে প্রথম রচিত 'পৃথিবীর ইতিহাস' (Global History) বলা চলে।[৯] দক্ষিণ এশিয়ায়ও তখন নিম্নবর্গ অধ্যয়নের প্রয়াস বিকশিত হতে থাকে। রনজিৎ গুহ এর নেতৃত্ব দেন। সত্তরের দশকের শেষ প্রান্ত ভাগে প্রথম তিন খন্ডে প্রকাশিত নিম্নবর্গ অধ্যয়নের কাজে ১১ জন গবেষক মনোনিবেশ করেছিলেন। তারা প্রথমে একইসঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাস বিষয়ে নিবিড়ভাবে গবেষণা কাজ চালিয়েছেন। এ দলভুক্ত গবেষকরা হলেন-শাহিদ আমিন, ডেভিড আর্নল্ড, গৌতম ভদ্র, দীপেশ চক্রবর্তী, এন. কে চন্দ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ এর. দাস, ডেভিড হার্ডিম্যান, স্টিফেন হেনিংহাম, গায়ত্রী পান্ডে, সুমিত সরকার। পরবর্তীকালে নিজ নিজ অবস্থান থেকে তাদের স্বাধীন লেখনী প্রকাশ করেন। এদের মধ্যে দীপেশ চক্রবর্তী লিখেছেন উপনিবেশিক বাংলার কর্মজীবী শ্রেণীর ইতিহাস (১৯৮৯), গৌতম ভদ্র ময়মনসিংহের ও নারকেল বেড়ের কৃষক বিদ্রোহের ওপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ (১৯৯৪), রনজিৎ গুহ নিজে অন্যান্য গ্রন্থ ছাড়াও কৃষক বিদ্রোহ নিয়ে পৃথক গ্রন্থ লিখেছেন, ১৯৭৭ সালে ডেভিড আর্নল্ড দক্ষিণ-ভারতের জাতীয়বাদী রাজনীতি, ১৯৮৪ সালে শাহিদ আমিন গোষকপুরের চাষীদের ইক্ষুচাষ, ১৯৭৮ সালে জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে উত্তর প্রদেশের রাজনীতি এবং সুমিত

সরকার ১৯৭৩ ও ৮৩ সালে যথাক্রমে গণআন্দোলন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্ব এবং বাংলার স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে তাদের গবেষণা গ্রন্থসমূহের প্রকাশ ঘটান। তবে সত্তরের শেষভাগে সম্মিলিত যে প্রয়াস একটি প্রকল্পের ভিত্তিতে গগে উঠেছিল সেক্ষেত্রে রনজিৎ গুহ তার যথার্থ নেতৃত্ব ও জ্ঞানগত বলিষ্ঠতার স্বাক্ষর রেখেছেন। উল্লেখিত ১১ জনের মধ্যে ৪ জনই ১৯৮২ সালের আগেও এ সম্পর্কিত তাদের গ্রন্থ রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। তা সত্ত্বেও গুহ তাঁর স্বাতন্ত্রিকতা বজায় রেখেছেন। রনজিৎ গুহের প্রথম গ্রন্থ ঃ *A Rule of property for Bengal : an essay or the idea of permanent settlement*. এটি ছিল ঔপনিবেশিক ভূমি নীতির ওপরে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস চর্চার যথার্থ পদক্ষেপ। সত্তরের দশকে তাঁর প্রকাশিত গবেষণা কাজগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচ্য জগতে ছিল চমৎকার খোড়াক। তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশনা- *Elementary Aspects of peasant Insurgency*'তে ঔপনিবেশিক আমলে কৃষক বিদ্রোহের যে বর্ণনা ফুটে উঠেছে তাতে নিম্নবর্গের প্রতিরোধ শক্তির একটি তাত্ত্বিক বলয় নির্মিত হয়েছে।

১৯৮২ সাল থেকে রনজিৎ গুহ সাত সদস্যের একটি দল নিয়ে উত্তর প্রদেশ, বেঙ্গল, গুজরাট এবং তামিল নাড়ুর ওপরে বিশেষায়িত গবেষণার কাজ আরম্ভ করেন। এদের মধ্যে ছিলেন- শাহীদ আমিন, ডেভিড আর্নল্ড, গৌতম ভদ্র, দীপেশ চক্রবর্তী, পার্থ চ্যাটার্জী, ডেভিড হার্ডিম্যান এবং জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে। তাঁরা তাদের সম্মিলিত প্রকল্পে কাজ করেছেন বটে তবে তা নিজেদের স্বতন্ত্র অবস্থান এবং পৃথক সত্ত্বাকে বজায় রেখে। নিম্নবর্গের বাইরেও তাদের কাজের পরিসর ছিল।

নিম্নবর্গ অধ্যয়নের প্রকল্প ও কৌশলে যেসব ভিন্নতা ও ঐক্যতা থাকুক না কেন, একথা সত্য যে, নিম্নবর্গের ইতিহাস রচয়িতারা উচ্চবর্গের ইতিহাস রচনা থেকে নিজেদেরকে পৃথক করে ফেলেছিলেন। সমাজ-ইতিহাস লিখনের বেলায় সকল রাজনৈতিক বিষয়াদি শুধুমাত্র উচ্চবর্গের মানুষের আচ্ছাদন ও নেতত্ব গড়ে ওঠে, প্রথাগত এই ইতিহাস চর্চার সীমিত জায়গায় তারা কোনমতেই একতাবদ্ধ হতে পারেননি। উচ্চবর্গের ইতিহাস রচনার যাতাকলে নিপীড়িত মানুষের আহাজারি চাপা পড়ে যায়- এই অনুভব ইতিহাস রচয়িতাদের মধ্যে প্রবলভাবেই কাজ করেছে। সে কারণেই নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চায় বেরিয়ে আসে আমাদের ভেতরকার মানুষদের আন্তরিক ভাবনা ও সম্মিলিত ও বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপগুলো। প্রথাগত ইতিহাসে যা ছিল মিথ, তা-ই হয়ে উঠলো সত্য ঘটনা, আর সত্যতার আড়ালে চাপা পড়েছিল আরো প্রকৃত ও গভীর সত্য। নিপুন ভাবনা ও লিখনশৈলীতে নিম্নবর্গের ইতিহাস রচয়িতারা সেই গভীর সত্যকে বের কের আনবার চেষ্টা চালান। Peter Gran যথার্থই বলেছেন-

".....If traditional historians addressed the progress of the state, Guha and the other Subalternists wrote about the activities of those peripheralized by the state; if the one used 'even history' the other used myth and legend, if the one homogenized, the other particularized, if the one praised the development of nationalism, the other found its faults".[১০]

নিম্নবর্গ অধ্যয়নের একটি রাজনৈতিক চেতনার দিক আছে। রনজিৎ গুহ সহ এই আলোচনার যারা সূত্রপাত ঘটিয়েছেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতেও ছিলেন। তবে তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল জ্ঞানগত আলোচনার পরিস্ফুটন। এর চেয়ে মূল্যবান যে মনোভঙ্গিটি, তা হলো নিম্নবর্গের আলোচনার সঙ্গে জাতীয়তাবাদের জন্মের এবং জাতীয়তাবাদ আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গির একটি যোগাযোগ রয়েছে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠবার ইতহাসকে ব্যাখ্যা করার অনেক রকমের প্রকল্প আছে। একদিকে যেমন বলা হয়ে থাকে, ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে দ্বন্দ্বকে কার্যসিদ্ধ করবার লক্ষ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পৃথক সত্ত্বাকে সামনে আনা হয়েছে। অন্যদিকে কোন কোন ঐতিহাসিকরা মনে করেন ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এর স্বকীয় শক্তিতে গড়ে উঠেছে। গান্ধী ও নেহেরুর অবদানকে এ বিবেচকরা সামনে তুলে ধরেন। যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, জাতীয়তাবাদের বিকাশের এসব ব্যাখ্যায় উচ্চবর্গের ভূমিকা-ই মূখ্য ও বড় হয়ে উঠে। নিম্নবর্গের ভূমিকার যথার্থ আলোচনা হলে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিমূলে অন্য কোন শক্তির প্রকৃত অবদান চিহ্নিত হতে পারে বলে রনজিৎ গুহ সহ তার অনুসারীদের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। নিম্নবর্গ

অধ্যয়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো- ক্ষমতাকে সমাজ কাঠামোর একটি স্বতন্ত্র শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা। গোড়া মার্কসবাদীতা থেকে বেরিয়ে এসে রনজিৎ গুহ ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। রাজনীতি তথা ক্ষমতাকে তিনি পুরোমাত্রায় অর্থনৈতিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে মেনে নিতে নারাজ। বরং ক্ষমতারই একটি নিজস্ব বলয় এবং কাঠামো আছে, এ কাঠামোর স্বাতন্ত্রিক যে অবস্থিতি তা অর্থনীতি নিরপেক্ষ হতে পারে। ক্ষমতার সবলতা সব সময় অর্তনীতি দিয়ে বিচার না করে ক্ষমতার শক্তিমত্তাকে পৃথকভাবে দেখে এবং প্রয়োগে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পরিসরে যে পরিবর্তন সূচিত হয় তা ইতিহাসের বিবেচনায় ভীষণভাবে আনা উচিত। নিম্নবর্গ অধ্যয়নের যে সকল প্রকল্পসমূহ উত্থিত হয়েছে তার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর এই অর্থনীতি নিরপেক্ষ ক্ষমতাকে যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন পড়ে।

নিম্নবর্গের আলোচনার ক্ষেত্রটির যে সূচনা হয়েছে, তার মধ্যে ক্ষমতাকে পৃথক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, একই সঙ্গে এটিও বোধ করি বলা সংগত হবে যে, এরূপ একটি একাডেমিক অঞ্চল তথা মতবাদ গড়ে তুলবার সৃজনশীলতা, বুদ্ধিমত্তা ও অনুসন্ধান প্রয়াসটি ভারতীয় উপমহাদেশ তথা প্রাচ্যের একটি সবল একাডেমিক শক্তিমত্তাকেও তুলে ধরে। প্রাচ্যের সকল কিছুই দুর্বল , এই ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসবার বেলায় 'সালটার্ণ স্টাডিজ স্কুল' একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। ইউরোপকেন্দ্রিক জ্ঞান আহরণ ও তা থেকে রস আস্বাদন ও তৃপ্তিভোগের আমাদের যে দীর্ঘতর অভ্যাস রীতিমতো সংস্কৃতিজাত হয়ে উঠেছে, তা থেকে কিছুক্ষণের মুক্তি পাবার অন্তত: একটি যথার্থ প্রকল্প চালু হয়েছে, তা অস্বীকারের উপায় নেই। উপরন্তু বলা যায় সঠিকভাবে এর ওপর নির্ভর করে এগুতে থাকলে আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব ও চেতনা অনুসন্ধানের অনেক কিছুতেই ভিন্নমাত্রার সংযোজন ঘটতে পারে। যা আমাদের জ্ঞানগত আলোচনার জন্য শুভ ফলদায়ক হবার কথা।

Arif Dirlik এর মন্তব্যটি উল্লেখ করা এ ক্ষেত্রে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক "When exactly does the 'post colonial' begin? Queries Ella shohat in a recent discussion of the subject. Misreading the question deliverately, I will supply here an answer that is only partially facetious: When Third world intellectuals have arrived in first world academy"[১১] এই উপমহাদেশের একজন কৃতি ইতিহাসবিদ রনজিৎ গুহ এবং তার সহযোগী সহকর্মীদের গবেষণা সমূহ নিঃসন্দেহে এ অনুসন্ধানে একটি বড় রকমের মাইলফলক।

তথ্য নির্দেশ

১. Shahid Amin and Gautam Bhadra, 'Ranjit Guha: A Biographical sketch; in Subaltern Studies VIII, Essays in Honour of Ranjit Guha, David Arnold, and David Hardiman, Oxford University Press, New Delhi, 1982. Page-222

২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩

৩. *প্রাগুক্ত* পৃ. ২২৪

৪. Rogall, Neil, *Subaltern Studies : Historiography*, Newsletter, London Socialist Historian Group, No. 4, Autumn-1997, P. 2-3

৫. Holden, Dr. Philip, *Political Discourse : Theories of colonialism and postcolonialism*, National University of Singapore, 19 April, 2002

6. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১

৭. Ludden, David, *A Brief History of subalternity in Reading Subaltern studies : Critical History, contested meaning and the Globalisation of south Asia*, Delhi, permanent Black, 2001

৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২

৯. *প্রাগুক্ত*

১০. Gran, Peter, *Subaltern Studies, Racism, and class struggle : Examples from India and the united States : International Gramsci society online Article*, January, 2004, page-2

১১. Arif Dirlik, "The Postcolonial Aura: Third world Criticism in the Age of Global Capitlism. CriticalIniversity V. 20, winter, 1994.